



বুলেটিন / শুক্রবার / এপ্রিল ৩, ২০২২

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারণে আপনার পড়ার সময় নাই।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ 'পাঁচ মিনিটের পড়া'।

'পাঁচ মিনিটের পড়া' ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।
- ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুস্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।
- এর মাধ্যমে, ইনশাআল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সূত্রগুলোর সাথে।

'পাঁচ মিনিটের পড়া' এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

আমাদের সাথে থাকুন!

ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ

<https://conta.cc/3L8sV0k>

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net

ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ / সার্বিক সম্পাদনায়ঃ মাসুদ আলী



কোরআনের ছায়াতলে

#পাঁচ মিনিটের পড়া

দুর্নীতির প্রতিকার

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পদ্ধতিতে খেয়ো না এবং শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোন উদ্দেশ্যে পেশ করো না যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা অন্যের সম্পদের কিছু অংশ খাওয়ার সুযোগ পেয়ে।”

আল- বাকারাহ / আয়াত ১৮৮

শাসক যদি হয় দুর্নীতিগ্রস্ত তাহলে এটা অধীনস্থদের জন্য খারাপ একটা সম্পর্ক হয়ে আনে, এবং এটা দুই তরফায়ও হতে পারে: অধীনস্থদের আচরনের মধ্যেও দুর্নীতি থাকতে পারে এবং শাসকদের মধ্যেও দুর্নীতি থাকতে পারে। অধীনস্থদের মধ্যেও এক ধরনের দুর্নীতির আচরন রয়েছে আবার শাসকদের মধ্যেও এক ধরনের দুর্নীতিপরায়নতা আচরন রয়েছে।

দুর্নীতির এই আচরন কখনো কখনো একই সাথে গড়ে ওঠে, আবার কখনো কোন এক পক্ষ দুর্নীতি অন্য পক্ষকে দুর্নীতি করতে বাধ্য করে।

উপরের আয়াতটি শাসকদের সম্বোধন করেছে যারা একে অপরকে তাদের অধিকার বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য দুর্নীতি ব্যবহার করতে পারে।

রসূল (সাঃ) নিন্দা করেছেন তিন ব্যক্তিরঃ সেই তিন ব্যক্তি হলো যে ঘুষ দেয়, যে ঘুষ নেয় এবং যে এটার মধ্যস্থকারি। [বর্ণনা করেছেন ইবনে হাশ্বল (রহঃ)]

এই একই নিয়ম জনসাধারণের অধিকার বা সম্পত্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

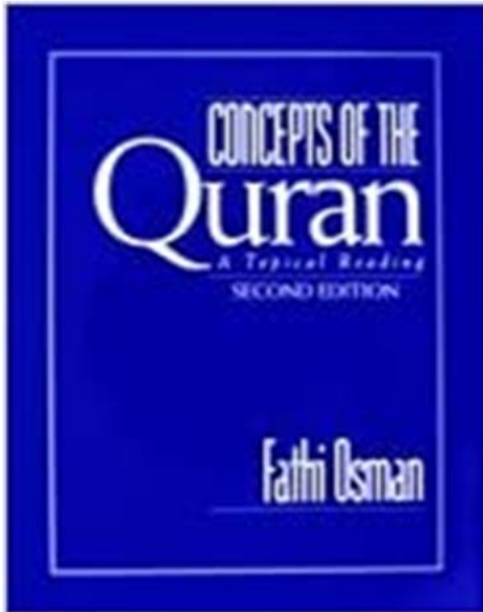
সততা হল একটি সামাজিক সম্পদ যা সমাজের সকল সদস্যদের পালন করা উচিত এবং যে কোন অসৎ উদ্যোগই মহামারী শুরু করতে পারে। সুতরাং, সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে নৈতিক শিক্ষা এবং আল্লাহভীতি একত্রিত করতে হবে।

যারা কর্তৃত্ব ভোগ করেন, তা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় বা অন্য ধরনের হোক, তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুর্নীতিকে আমন্ত্রণ জানানো বা উৎসাহিত করার, বা গ্রহণ করার যে কোনো প্রলোভন প্রতিরোধ করতে হবে।

যাইহোক, সামগ্রিকভাবে সমাজে সততা বজায় রাখতে এবং যে কোনও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের প্রতি নজর রাখা, সতর্ক করা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা সাধারণ জনসাধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

তা সত্ত্বেও, এটি লক্ষণীয় বিষয় যে কোনও নির্দিষ্ট সময়ে এবং দেশে সকল অবস্থায় কিছু গরীব সৎ ব্যক্তি পাওয়া যাবে, সেই সাথে গরীব ও ধনীদেব মধ্য থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিও পাওয়া যাবে।

সূত্রঃ "Concepts of the Quran" - Fathi Osman, p. 767



Concepts of the Quran: A Topical Reading
By: Fathi Osman

বিশ্বাস, এবাদত, নৈতিক মূল্যবোধ এবং আইনের বিষয়গুলির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে, বইটিতে প্রতিটি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আরবি আয়াত এবং তাদের ইংরেজি অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেই সাথে রয়েছে গভীর বিষয় ভিত্তিক ব্যাখ্যা।

কুরআনের বিষয়গুলি এবং কুরআনের বার্তাকে সাধারণ পাঠকের কাছে আরও সহজলভ্য করে পরিবেশন করা হয়েছে বইটিতে।



সবার মধ্যে ভালো গুণ খোঁজ কর!

আমাদের এটা জানা থাকা দরকার যে, যারা আল্লাহ এবং রসূলকে (সাঃ) বিশ্বাস করে তারা অবশ্যই জন্মগতভাবে কিছু না কিছু ভালো গুণ নিয়ে আসছে, তাতে সে যতই খারাপ কাজ করুক না কেন।

বড় ধরনের সীমালংঘন একজন মানুষের ঈমানকে গোড়া থেকে উপড়ে দেয় না যতক্ষণ না পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে সে আল্লাহকে অস্বীকার করতেই থাকে এবং তার আদেশকে অমান্য করে যায়।

রসূল (সাঃ) যে কোন অন্যায্যকারীর সাথে একজন চিকিৎসকের মত আচরণ করতেন কিন্তু কখনোই একজন পুলিশ যেমন একজন অপরাধীর সাথে আচরণ করে তেমন আচরণ করতেন না। তিনি অন্যায্যকারীদের সাথে খুবই দরদ ভরা মন নিয়ে আচরণ করতেন এবং তাদের কথা খুবই মনোযোগ সহকারে শুনতেন।

রসূলের (সাঃ) জীবনদশায়, এমন একজন মদ্যপায়ী ছিলো যাকে সাজা দেওয়ার জন্য রসূল (সাঃ) এর কাছে নিয়ে প্রায় প্রতিদিন আনা হতো, তবুও লোকটা মদ ছাড়তে পারছিল না। এই অবস্থায় একদিন যখন লোকটাকে রসূল (সাঃ) এর কাছে আনা হোল তখন জর্নৈক একজন লোক সেই মদ্যপায়ীকে অভিশাপ দিয়ে বললো: “আল্লাহ তাকে ধবংস করুক! আর কতবার তাকে মদ পানের জন্য রসূলুল্লাহর কাছে আনতে হবে?”

লোকটির কথা শুনে রসূল (সাঃ) লোকটিকে বললেন: “তাকে অভিশাপ করো না। আল্লাহর কসম করে বলছি সে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলকে ভালবাসে।”

এখানে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে রসূল (সাঃ) বলেছেন: “তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।”

রসূল (সাঃ) অভিশাপ করতে নিষেধ করেছেন এই জন্য যে, এই অভিশাপের কারণে ঐ মদ্যপায়ী মুসলমান এবং ঐ লোকটির ভাতৃত্বের মধ্যে ফাটল ধরতে পারে- তার সীমালংঘনের জন্য তার এবং তার অন্যান্য মুসলমান ভাইদের সাথে মনমালিন্য করা ঠিক হবে না।

উপরের উদাহারন যদি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি এবং এই ঘটনাকে ঘিরে মহানবী (সাঃ) এর অন্তদৃষ্টির উপর যদি আমরা মনোনিবেশ করি তাহলে দেখতে পাবো যে রসূল (সাঃ) একজন মানুষের মধ্যের জন্মগত ভালো গুণগুলোর উপর মনোনিবেশ করতেন।

আমাদের আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন অধ্যয়ন করা এবং নবী (সঃ) যে সব অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা অনুসরণ করা।

যে সমস্ত চরমপন্থীরা কেউ কুফর বা শিরকের ব্যাপারে ভুল করলেই নির্বিচারে দোষারোপ করে, তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের কৌশল পরিবর্তন করতে হবে এবং জানতে হবে যে যারা দুর্নীতি অথবা অরুচিকর কাজে জড়িয়ে পরে তাদের একটি বড় অংশ মূলতঃ ইসলামের অজ্ঞতা, খারাপ সঙ্গ বা ভুলের কারনে করে থাকে।

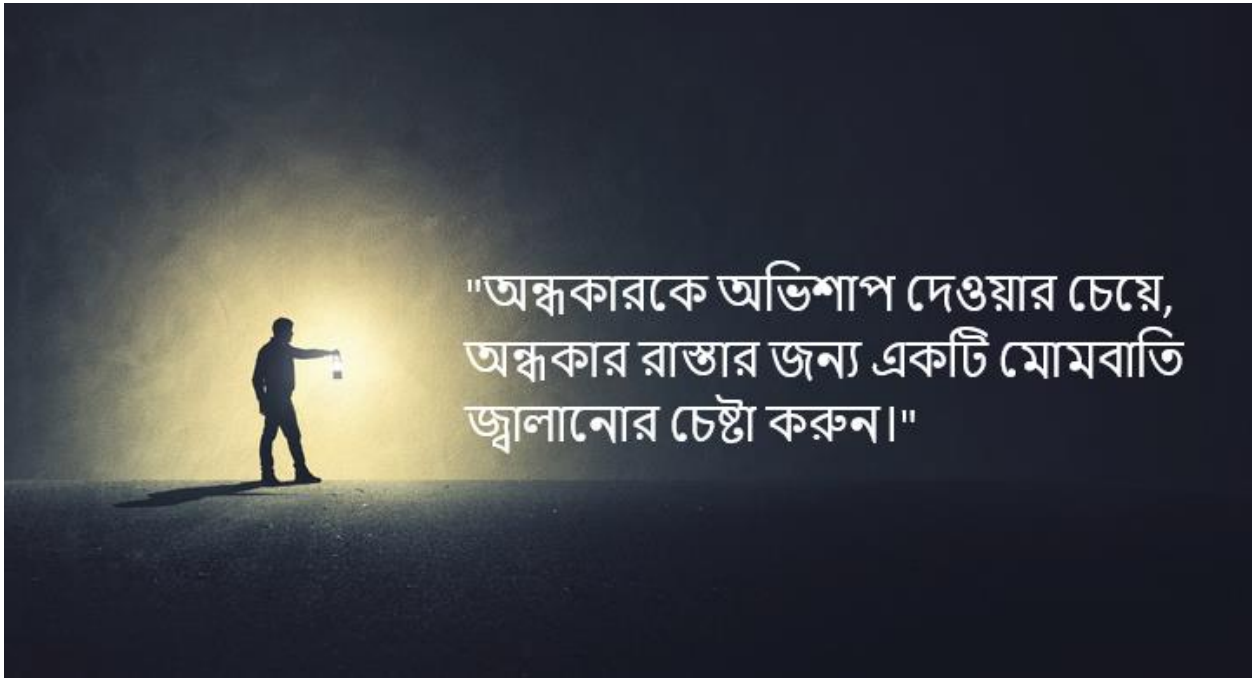
এর সমাধান হল এই সমস্ত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং দমন করতে তাদেরকে সাহায্য করা।

কঠোর হওয়া, অন্যকে কুফরের দোষারোপ করা এবং তারা যা কিছু করে তার দোষ খুঁজে বের করা তাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও দূরে সরিয়ে দেওয়ার কাজ করবে।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একবার বলেছিলেন:

"অন্ধকারকে অভিশাপ দেওয়ার চেয়ে, অন্ধকার রাস্তার জন্য একটি মোমবাতি জ্বালানোর চেষ্টা করুন।"

সূত্রঃ [Islam: The Way of Revival, "The Ethics of Daw'wah and Dialogue"](#) - Yusuf al Qaradawi, pp. 224, 225





বিষন্নতার প্রতিকার

বিষন্নতা বা দুঃখ প্রকৃতপক্ষে দুই ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথমটি সহজেই বুঝা যায়, যেমন আপনজনের মৃত্যু অথবা সম্পদ হারিয়ে ফেলানো অথবা এমন কিছু হারিয়ে ফেলা যা একজনের কাছে ছিলো মহামূল্যবান।

দ্বিতীয়টির তেমন কোন কারণ নাই। এটি একটি আকস্মিক যন্ত্রণা এবং বিষাদ যা ব্যক্তির উপর নেমে আসে, তাকে বেশিরভাগ সময় কাজের আনন্দ এবং অন্যান্য স্বাভাবিক আনন্দ উপভোগ থেকে বিরত রাখে। ব্যক্তিটি সাধারণত এই হতাশার কোন পরিষ্কার কারণ জানেনা। এই প্রকারের দুঃখ বা বিষন্নতার পিছনে কারণগুলি সাধারণত শারীরিক লক্ষণগুলির সাথে সম্পর্কিত যেমন রক্ত শূন্যতা, রক্তের শীতলতা এবং রক্তের উপাদানের পরিমানের পরিবর্তন। লক্ষন অনুযায়ী এই রোগের চিকিৎসা হচ্ছে শারীরিক এবং মানসিক।

শারীরিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে, রক্তকে বিশুদ্ধ করার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে, রক্তের তাপমাত্রা বাড়াতে হবে এবং রক্তের পরিশোধন করা।

মানসিক বিষয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে হালকা কথাবার্তায় উৎসাহিত করা যা তার মনকে হালকা করবে এবং ভাল কাজে প্রেরনা যোগাবে, সেই সাথে তাকে গান শোনা বা ঐ ধরনের কোন কাজে উৎসাহিত করতে হবে যেন সে আবেগ তাড়িত হয়ে তার বিষন্নতার হালকা কমিয়ে আনতে পারে।

যদি বিষন্নতার কারণ হয়ে থাকে কাছের কারো মৃত্যু বা এমন কিছু জিনিস যা সে পাওয়ার জন্য আপ্রান চেষ্টা করছে কিন্তু পাচ্ছে না তাহলে এটি শরীরের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে, ক্রমাগত শোকের কারণে কোন শারীরিক ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। যুক্তিসংগত চিন্তাভাবনা দিয়ে প্রশ্ন করে আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে বোঝাতে হবে যে তার শারীরিক সুস্থতা হচ্ছে তার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছু টাকা পয়সা বা কোন বিশেষ প্রিয় মানুষের জন্য এটি ক্ষুইয়ে ফেলা যাবে না।

ব্যাপারটি হচ্ছে বিষন্ন বা দুঃখিত মানুষটি তার শরীর এবং মনকে বেশি আনন্দ দিতে চেয়েছিলেন সেই 'হারানো মানুষ অথবা জিনিষ' দিয়ে আর এখন তিনি সেটা ফিরে পেয়ে মন ও দেহের যন্ত্রণা বন্ধ করতে চান।

যা হারিয়েছে তা নিয়ে যন্ত্রণায় তার স্বাস্থ্য নষ্ট করা, সামান্য লাভের জন্য পুঁজি বিক্রি করার মতো।

আরেকটি বিষয় আমাদের বুঝতে হবে এবং অনুধাবন করতে হবে যে, এই দুনিয়ার জীবনটা প্রকৃতগতভাবেই শুধুমাত্র হাসি আনন্দের জায়গা নয় আর না কোন প্রিয়জনকে আজীবন ধরে রাখার জায়গা অথবা নিজের ইচ্ছামত নিজের চাওয়াকে পাওয়ার জায়গা।

চারপাশে তাকিয়ে দেখো, এমনকি কাণ্ডকে দেখতে পাচ্ছে যে এ ধরনের শোক বা দুঃখ থেকে পরিত্রান পেয়েছে? কাণ্ডকেই পাবা না।

যদি এভাবে করে এই বিষয়টিকে ভাবতে পারো তাহলে বুঝবে যে এই দুনিয়াতে আমরা যা কিছু হাসি আনন্দ ভোগ করছি সেটা একটা বাড়তি উপহার যেটা আমাদের আনন্দের সাথেই গ্রহন করা উচিত। আর এই জীবনে চলার পথে যত দুঃখ কষ্ট বিষন্নতা আমাদের ঘিরে ধরে সেটা নিয়ে অত বেশি শোক করা উচিত হবে না।

আরো একটি বিষয় অনুধাবন আমাদের থাকা উচিত যে, আমি যে মানসিক দুঃখ বা কষ্টের মধ্য দিয়ে পার করছি তার থেকেও অনেক বেশি বা আমার মতই দুঃখ কষ্টে অন্যেরাও ভুগছে বা ভুগেছে।

মানুষের এটা একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে সে তার জীবনে পাওয়া কষ্টগুলো যদি অন্যের মধ্যেও দেখতে পায় তাহলে তার কষ্ট কম হয় এবং সে স্বাস্থ্য খুঁজে পায়।

উপরন্তু, সব সময় মনে রাখা দরকার যে, যে সমস্ত ঘটনাগুলো আমাদের জীবনে দুঃখ হয়ে বা কষ্ট হয়ে আসে সেগুলো আসলে আমাদের জীবনের খোদাই করা একটা প্রাকৃতিক অংশ।

অভিজ্ঞতায় এটা দেখা গেছে যে সব ধরনের দুঃখ কষ্ট যা ভাগ্যে লিখা থাকে সেগুলো সবই মানুষ এক সময় ভুলে যায় এবং দুঃখে ভরা দিনগুলির অবশ্যই একসময় অবসান হয়।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে একজনের এই জ্ঞান থাকতে হবে যে খুব বড় কোন দুঃখের সূচনা যখন হয় এবং এরপর যত দিন যেতে থাকবে ততই কষ্টের অনুভূতিটা কমে আসবে এবং এভাবে কমে কমে একদিন কষ্টটা একেবারেই ভুলে যাবে।

এ ধরনের মানসিক কৌশল বা বুঝ অবশ্যই কষ্টটাকে কমিয়ে একটা দ্রুত আরাম দায়ক মানসিক ভারসাম্য এনে দিবে অথবা খুশি এবং শান্তি এনে দিবে।

সূত্রঃ "Abu Zayd al-Balkhi's Sustenance of the Soul: The Cognitive Behavior Therapy of a Ninth Century Physician" - Malik Badri, pp. 48-52